Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান, **সিনিয়র সহকারী জজ**

সোমবার the ২৭ day of ফেব্রুয়ারী, **২০২৩**

Other Suit No. ৫৬৫ / ২০২১

শামীমা আক্তার খানম গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোহাম্মদ আলম Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২১/১১/১১ খ্রিঃ, ০৫/০১/২২ খ্রিঃ, ৩১/০১/২২ খ্রিঃ, ১০/০৩/২২ খ্রিঃ, ১২/০১/২৩ খ্রিঃ, ১০/০৩/২২ খ্রিঃ, ১৫/০৬/২২ খ্রিঃ, ৩১/০৭/২২ খ্রিঃ, ০১/০৮/২২ খ্রিঃ ও ০৬/০৯/২২ খ্রিঃ, ২৭/০৯/২২ খ্রিঃ, ২৩/১০/২২ খ্রিঃ, ১২/০১/২৩ খ্রিঃ ও ২৩/১০/২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব কাজী জসীম উদ্দীন Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব বলরাম কান্তি দাস Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী তফসিলোক্ত আর. এস. ১২৬৪ নং খতিয়ানে কামাল উদ্দিন।।. আনা অংশে ৫২.৫ শতক ও বেদারদ্দিন।।. আনা অংশে ৫২.৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। বেদারদ্দিন বিগত ৩১/০৩/১৯৬৪ ইং তারিখে ১৬৭৪ নং কবলা মূলে আর. এস. ২৮৬৬ দাগে ৫২.৫ শতক ভূমি ওবাইদুল হক খান বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে তাহার নামে বি. এস. ৪৩৯ নং খতিয়ান বি. এস. ১৬৯৯ দাগে ৫২.৫ শতক ভূমি শুদ্ধরূপে জরীপ প্রচারিত হয়। উক্ত ওবাইদুল হক তাহার স্বত্বীয় ৫২.৫ শতক ভূমি হতে ১২ শতক ভূমি মোঃ আবব্দুল করিমের নিকট বিক্রয় করেন। ওবাইদুল হক বিক্রিবাদ অবশিষ্ট ৪১ শতক

ভূমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরণে ১ স্ত্রী, ৫ পুত্র ও চার কন্যা ১-১১ নং বাদীকে ওয়ারিশ রেখে যান। বাদীগণের নামে বি. এস. ১৯৩৪ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন হয়। এভাবে বাদীগণ নিয়মতি সরকারী খাজনাদি আদায় ক্রমে ধান্যদি রোপনে ছেদনে বিবাদী ও সর্ব সাধারণের জ্ঞাত সারে তামাদির দর তামাদির উর্দ্ধকাল ব্যাপিয়া খাসে ভোগ দখলকার ও মালগুজার স্থিত আছে।

বাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো নালিশী ভূমি সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিবাদীর নামে ১৬৭১ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন হলে বাদী পক্ষে তৎ বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিলে বিবাদীর নামীয় নামজারী খতিয়ান বাতিল হয়। বিগত ১৫/০৭/৯৬ ইং তারিখের ২৭৭৯ নং কবলা মূলে বি. এস. ২১টি দাগের মধ্যে বি. এস. ৩০১৮, ৩০১৯, ৩০২০ দাগের মোং (১২+৮৬+১২)=৩২ শতক আং ২৪ শতক প্রাপ্ত হওয়ায় তৎ আং বি. এস. ৩০১৮, ৩০১৯ দাগের আং ০৮ শতক ভূমি বিবাদী বিগত ৩০/১২/২০ ইং তারিখের ১০৫৫৩ কবলা মূলে সাদ্দাম হোসেনের নিকট বিক্রি করে। নালিশী জমিজমায় মূল বিবাদীর কোন স্বত্ব ও দখল নাই। বিগত ৩০/০৯/২০১৬ ইং তারিখে বিবাদী বাদীপক্ষ কে বেদখলের হুমকি দেয়ায় বাদীপক্ষ বাধ্য হয়ে অত্র মোকদ্দমা করেন।

অন্যদিকে ০১নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

তফসিলোক্ত নালিশী আর. এস. খতিয়ানের ২৬৬৬ দাগে বেদার উদ্দীন হিস্যাংশ মতে ৫২.৫০ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় বিগত ৩১/৩/১৯৬৪ ইং তারিখের ১৬৭৪ নং কবলা মূলে উক্ত সম্পত্তি বাদীর পূর্ববর্তী ওবায়দুল হক খানের বরাবরে বিক্রয় করেন। ওবায়দুল হক খানের নামে বি. এস. ১৬৯৯ দাগের ৫৩ শতক ভূমি বাবদে বি. এস. ৪৩৯ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত ওবায়দুল হক খান বি. এস. ৩০১৮/ ৩০১৯ দাগে ৮ শতকে স্বত্ববান ছিলেন। তার নামে বি এস ৪৪৪/৪৪১ নং খতিয়ান প্রচারিত আছে। উক্ত ওবায়দুল হক খানের সহিত এই বিবাদীর ঘনিষ্ট সর্ম্পক ছিল। অত্র বিবাদী চাকুরীর সুবাদে বিভিন্ন জেলায় অবস্থান করতেন। ওবায়দুল হক খান তাহার স্বত্বাংশীয় সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে এই বিবাদী খরিদে সম্মত হন এবং রেজিষ্ট্রির যাবতীয় দায়িত্ব ওবায়দুল হক খানের উপর অর্পন করেন। ওবায়দুল হক খান বিরোধীয় বি. এস. ১৬৯৯ দাগের ৫৩ শতক ভূমি হইতে ১৬ শতক এবং বি. এস. ৩০১৮/৩০১৯ দাগে ০৮ শতক তৎ মতে ২৪ শতক সম্পত্তি ১৫/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখের ২৭৭৯ নং কবলা মূলে এই বিবাদীর বরাবরে বিক্রী পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি বাবদ নিজ নামে ১৬৭১ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন করেন। কিন্তু বিবাদীর অসুস্থতার সুযোগে উক্ত ওবায়দুল হক খানের ওয়ারিশগণ বাদীর নামীয় বি. এস. নামজারী খতিয়ান অতি গোপনে বাতিল করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বিবাদী রিভিউ দরখাস্ত করিলে ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার সরেজমিনে তদন্ত করিয়া বিরোধীয় দাগের ১৬ শতক ও অবিরোধীয় বি. এস. ৩০১৮/ ৩০১৯ দাগের ৮ শতক সম্পত্তি এই বিবাদীর বাস্তব দখলে রহিয়াছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) পটিয়া অফিসের স্থানীয় তদন্তে

বিরোধীয় দাগে এই বিবাদীর ১৬ শতক ভূমিতে দখল রয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। উল্লেখ্য যে, এই বিবাদীর খরিদা দলিলে উল্লেখিত অনালিশী দাগের সম্পত্তি ওবায়দুল হক খান ২৪/০৩/১৯৯৯ ইং তারিখের ১৩৭৩ নং কবলা মূলে নাসির উদ্দিন আহাম্মদ শাহ এর বরাবরে বিক্রীয় করেন। ফলে ইহা স্পষ্ট যে, এই বিবাদী ১৫/৭/১৯৯৬ ইং তারিখের কবলা মূলে বিরোধীয় দাগের ১৬ শতক ও বি. এস. ৩০১৮ / ৩০১৯ দাগে ০৮ শতক ভূমিতে স্বত্ব দখল প্রাপ্ত হইয়াছে। ওবায়দুল হক খান এই বিবাদীর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই বিবাদীর খরিদা দলিলে তাহার স্বত্ব দখল বিহীন কতেক দাগ উল্লেখ করিয়াছে। এই বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৫ ধারায় দায়েরী মিচ ১৩৪১/১৬ নং মামলার তদন্ত প্রতিবেদনে বি. এস. ১৬৯৯ দাগের ১৬ শতক সম্পত্তিতে বিবাদীর দখল আছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। আবার বাদীর দায়েরী ফৌজদারী মিচ ১৩৩৩/১৬ নং মামলায় স্থানীয় তদন্তে বিরোধীয় বি. এস. ১৬৯৯ দাগের ১৬ শতক সম্পত্তিতে পিলার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া এই বিবাদী দখলে আছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। বিরোধীয় দাগের ১৬ শতকে বাদীর কোন স্বত্ব দখল নেই। বন্টনের প্রার্থনা ব্যতীত বাদীর বর্তমান মামলা আইনতঃ রক্ষনীয় নহে। ফলে বাদীর মামলা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয়সমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের প্রাইমা ফেসী স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?
৫) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মায়মুনুল হক (P.W.1); আছহাব দৌল্লা খান (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলম (D.W.1) ও আঃ রহিম (D.W.1)। P.W.1 এবং D.W.1 জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ১২৬৪ নং খং এবং বি. এস. ৪৩৯ নং খং সি. সি.	প্রদর্শনী ১ সিরিজ

২। বি. এস. নামজারী ১৯৩৪ নং খং ও ডি.সি. আর, খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। বিগত ৩১/৩/৬৪ ইং তাং এর ১৬৭৪ নং কবলার মূলকপি	প্রদর্শনী ৩
৪। মৃত্যুসনদের মূলকপি, ওয়ারিশ সনদের মূলকপি	প্রদর্শনী ৪ সিরিজ

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। বড়উঠান মৌজার আর. এস. ১২৬৪ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ক
২। ঐ মৌজার বি. এস. ৪৩৯/৪৪৪/৪৪১ খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী খ সিরিজ
৩। ঐ মৌজার বি. এস. ৪৪২/ ৪৬৮/ ৫৬৪/ ১১২৩/ ৭৭৮/ ৪৬৫/ ১০৫৪/ ৪০১ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী গ সিরিজ
৪। ১৬৭১ নং নামজারী খতিয়ানের আসল কপি	প্রদর্শনী-ঘ
৫। বিগত ৩১/৩/৬৪ ইং তারিখের ১৬৭৪ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-ঙ
৬। বিগত ১৫/৭/৯৬ ইং তারিখের ২৭৭৯ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-চ
৭। বিগত ২৪/০৩/৯৯ ইং তারিখের ১৩৭৩ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ছ
৮। বিগত ১৮/৭/১২ ইং তারিখের ৭৯০৫ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-জ
৯। মিচ ১৩৪১/১৬ নং মামলার আর্জি ও তদন্ত প্রতিবেদনের সি.সি	প্রদর্শনী-ঝ সিরিজ
১০। ১৩৩৩/১৬ নং মামলার আর্জি ও তদন্ত প্রতিবেদনের সি সি কপি ও ১৮/১/১৭ ইং তারিখের আদেশের সি.সি	প্রদর্শনী-ঞ সিরিজ
১১। নামজারী ১-৭৮৪/১৬ নং মামলার আপত্তি, প্রতিবেদন, ট্রেসম্যাপ ও আদেশের সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী-ট সিরিজ
১২। বিগত ২৫/১২/১৬ ইং তারিখের পটিয়া থানায় দায়েরী সাধারণ ডায়েরী	প্রদর্শনী-ঠ
১৩। বাদীর নামজারী খতিয়ানের ফটোকপি	প্রদর্শনী-ড
১৪। বিবাদীর বিভিন্ন সময়ের বদলী আদেশ	প্রদর্শনী-ঢ সিরিজ

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন বড় উঠান মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৫০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

১) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদী আরজীর তপশীল বর্ণিত ১(ক) বন্দের ভুমি পৈত্রিকসূত্রে মালিক দখলকার হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিগত ২২/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নালিশী জমি হইতে বাদীপক্ষকে বেদখল করার এবং নালিশী জমিতে গৃহাদি বন্ধনের হুমকী প্রদান করে। তাই বাদীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২) বিগত ২২/১০/২০১৬ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ২৪/১০/২০১৬ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা নির্ধারিত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিস্পত্তি করা হলো।

৩) **বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ ঃ**

বিচার্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। প্রথমেই আলোচনা করা যাক যে নালিশী ভুমিতে বাদীপক্ষের আপাত স্বত্ব বিদ্যমান আছে কিনা। বাদীপক্ষ

নালিশী আর এস ১২৬৪ নং খতিয়ানের আর এস ২৮৬৬ দাগের সামিল বি এস ৪৩৯ নং খতিয়ানের বি এস ১৬৯৯ দাগে ৪১ শতক ভূমিতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করেছেন। P.W.-1 কর্তৃক দাখিলী আর এস ১২৬৪ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১ হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানের আর এস ২৮৬৬ দাগে ১.০৫ একর সম্পত্তির মধ্যে কামাল উদ্দিন ও বেদার উদ্দিন ।। আনা অংশে মালিক ছিলেন। উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতে বেদার উদ্দিন তাহার অংশ অনুযায়ী ৫২.৫০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রদর্শনী- ৩ হতে দেখা যায়, উক্ত বেদারদ্দিন আর এস ২৮৬৬ দাগে তাহার প্রাপ্ত সমুদয় ৫২.৫ শতক ভূমি বিগত ৩১/০৩/১৯৬৪ ইং তারিখে ১৬৭৪ নং কবলা মূলে ওবাইদুল হক খান বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-১(ক) হতে দেখা যায় ওয়াইদুল হক খানের স্বত্বীয় উক্ত ৫২.৫ শতক ভূমি বি এস ৪৩৯ নং খতিয়ানে বি এস ১৬৯৯ দাগে অন্তর্ভূক্ত হয়ে শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। বাদীপক্ষের দাবিমতে তাদের পূর্ববর্তী উক্ত ওবাইদুল হক তাহার স্বত্বীয় ৫২.৫ শতক ভূমি হতে ১২ শতক ভূমি মোঃ আবদুল করিমের নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে ওবাইদুল হক বিক্রিবাদ অবশিষ্ট ৪১ শতক ভূমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরনে ১-১১ নং বাদীগণ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। উক্তমতে বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত উক্ত ৪১ শতক ভূমিতে পৈত্রিকসূত্রে স্বত্ববান মর্মে দাবি করেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে, ওবাইদুল হক খান বি এস ৪৩৯ নং খতিয়ানের ১৬৯৯ দাগের মালিক ছাড়া ও বি এস ৪৪৪ ও ৪৪১ নং খতিয়ানের ৩০১৮/২০১৯/৩০২০ দাগের সম্পত্তির মালিক ছিলেন। প্রদর্শনী- খ(১) ও প্রদর্শনী-খ(২) পর্যালোচনায় উহার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। বিবাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে ওবাইদুল হক তাহার প্রাপ্তীয় বিরোধীয় বি. এস. ১৬৯৯ দাগের ১৬ শতক এবং বি. এস. ৩০১৮/৩০১৯ দাগে ০৮ শতক মিলে ২৪ শতক সম্পত্তি ১৫/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখের ২৭৭৯ নং কবলা মূলে বিবাদী মোহাম্মদ আলম বরাবরে বিক্রী পূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.-1 বিবাদীপক্ষের এরুপ দাবি অস্বীকার পূর্বক দাবি করেন যে তাদের পিতা উক্ত দলিল মূলে অনালিশী দাগের ভূমি বিক্রয় করেছেন। বি এস ৩০১৮ ও ৩০১৯ দাগে ২৪ শতক বিক্রয় করেছেন মর্মে দাবি করেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী উক্ত ২৭৭৯ নং কবলা প্রদর্শনী-চ হতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত কবলায় নালিশী বি এস ১৬৯৯ দাগ সহ ৩০১৮/৩০১৯ দাগ সহ অন্যান্য দাগান্দরে মোট ২৪ শতক ভূমি হস্তান্তর করেছেন। যদি ও দলিলে সুনির্দিষ্ট কোন দাগে দখল দিয়েছে তা উল্লেখ নেই কিন্তু বিবাদীপক্ষ নালিশী বি. এস. ১৬৯৯ দাগের ১৬ শতক এবং বি. এস. ৩০১৮/৩০১৯ দাগে ০৮ শতক মিলে ২৪ শতক সম্পত্তিতে দখল প্রদান করেছেন মর্মে দাবি করেন। যেহেতু বিবাদী কর্তৃক অনালিশী ৩০১৮/৩০১৯ দাগে ৮ শতক ভূমি জনৈক সাদ্দাম হোসেনের নিকট বিক্রয়ের বিষয়টি স্বীকৃত সুতরাং উক্ত দুই দাগে ৮ শতক পাবার বিষয়টিও সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। P.W.-1 তাদের পিতা অনালিশী ৩০১৮/৩০১৯ দাগে ২৪ শতক বিক্রয়ের দাবি করলেও বিবাদী তা অস্বীকার করেন। বিবাদীপক্ষ অবশিষ্ট ১৬ শতক ভূমি নালিশী ১৬৯৯ দাগে দখল পাবার দাবি করেন। বি এস ৪৪৪ ও ৪৪১ নং খতিয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩০১৮/৩০১৯ দাগে

ওবাইদুল হক অংশমতে কখনোই ২৪ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন না। সুতরাং উক্ত দুই দাগ আন্দরে ২৪ শতক বিক্রয়ের দাবি সঠিক নয় বলে আমি মনে করি। বাদী বিবাদীর নিকট অনালিশী দাগের সম্পত্তি বিক্রয়ের দাবি করলেও প্রদর্শনী-ছ হতে প্রতীয়মান হয় ওবাইদুল হক অনালিশী দাগাদি আন্দরে ৩৬ শতক ভূমি নাছির উদ্দিন শাহ বরাবর বিক্রয় করেছেন। যেহেতু বিবাদীর খরিদা দলিলে নালিশী দাগ উল্লেখ রয়েছে এবং উক্ত দলিলে সুনির্দিষ্ট দাগ উল্লেখে দখল প্রদানের বিষয় উল্লেখ নেই সুতরাং নালিশী দাগে ১৬ শতক ভূমি বিবাদী বরাবর হস্তান্তরের বিষয়টি সত্য মর্মে ধরে নেওয়ার অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে বাদীপক্ষ নালিশী বি এস ১৬৯৯ দাগে ৪১ শতক ভূমি পৈত্রিকসূত্রে দাবি করলেও বাদীগনের পিতা ওবাইদুল হক বিগত ১৫/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখের ২৭৭৯ নং কবলামূলে নালিশী দাগে ১৬ শতক ভূমি খরিদসূত্রে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং নালিশী দাগে বাদীপক্ষ দাবিকৃত সম্পূর্ন ৪১ শতকে স্বত্ববান নন বলে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে দাবিকৃত সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের আপাত স্বত্ব বিদ্যমান নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় মূলত যে বিষয়ের উপর মামলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় তা হলো নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরুঙ্কুশ দখল বিদ্যমান আছে কিনা। বাদীপক্ষ কে অবশ্যই নালিশী ভূমিতে তাহার নিরুঙ্কুশ দখল প্রমাণ করতে হবে। দখল বিষয়ে P.W.-1 জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে নালিশী সম্পত্তি তারা দখল করেন এবং তাদের নামে ১৯৩৪ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত আছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে ১২ শতক ভূমি আবদুল করিমের কাছে বিক্রয় করায় অবশিষ্ট ১৫ গন্ডাতে তারা দখলে আছে। সাক্ষী P.W.-2 ও নালিশী দাগে বাদীপক্ষের দখল বিদ্যমান আছে মর্মে বলেছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের ভাষ্য হলো নালিশী ভূমি বিবাদীর দখলে রয়েছে। প্রদর্শনী-ঘ ১৬৭১ নং নামজারি খতিয়ান দ্বারা নালিশী ১৬৯৯ দাগে বিবাদীর দখল বিষয়টি প্রমাণ করে। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী নামজারি জমাভাগ মামলা নং-১-৭৮৪/২০১৬ মামলার ০৭/০২/২০১৭ ইং তারিখের আদেশনামা প্রদর্শনী- ট(২) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় বাদীর নামীয় ১৯৩৪ নং নামজারি খতিয়ানের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। উক্ত মামলার তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-ট(১) দৃষ্টে নালিশী ১৬৯৯ দাগে ১৬ শতক ভূমিতে বিবাদীর দখল বিদমান থাকার সত্যতা মিলেছে। এছাড়া মিচ ১৩৪১/২০১৬ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-ঝ) এবং মিচ ১৩৩৩/২০১৬ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন-ঞ(১) পর্যালোচনায় ও নালিশী দাগের দক্ষিনাংশে ১৬ শতকে পিলার দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় বিবাদীর দখল আছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে বিবাদীপক্ষ নালিশী বি এস ১৬৯৯ দাগের দক্ষিন পার্শ্বে ১৬ শতক ভূমিতে ভোগদখলে আছেন। সুতরাং ইহা কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি যে বাদীপক্ষ নালিশী দাগের দাবিকৃত সম্পূর্ন ৪১ শতকে দখলে আছেন। সুতরাং বাদীপক্ষ নালিশী দাগে তার নিরুঙ্কুশ দখল প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ নালিশী জমিতে তাহার প্রাইমা ফেসী স্বত্ব ও নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইতে হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এরুপ প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমাটি ১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।